যুগান্তর

তারিখ ........
পৃষ্ঠা ..৩.. কলাম ..৭..

NOV. 21 2002

# ভিকারুননিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনগত কোন অস্তিত্ব নেই : সংসদে শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেছেন, বেআইনিভাবে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয় আপনা থেকেই অবলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে সরকার বন্ধ করেনি। গতকাল বুধবার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেয়া এক বিবৃতিতে তিনি একথা

অস্তিত্ব : পৃষ্ঠা : ১৩ কলাম : ৭

## অস্তিত্ব : ভিকারুন নিসা

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

বলেন।

শিক্ষামন্ত্রী গত মঙ্গলবার সংসদে দেয়া বিরোধীদলীয় নেত্রীর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ২০০০ সালের জুলাই মাসে ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ভিকারুন নিসা ফাউন্ডেশন নামে একটি ফাউন্ডেশন গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগের সাবেক সাংসদ ডা. এইচবিএম ইকবাল ছিলেন এই ফাউন্ডেশনের সভাপতি। তিনি জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন স্থান থেকে ফাউন্ডেশনের নামে নানা অভিযোগ আসে। গত এপ্রিলে এ ব্যাপারে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে দুর্নীতি হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় করার জন্য ন্যূনতম ৫ একর জায়গা থাকতে হবে। ভিকারুন নিসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে ভিকারুন নিসা নূন স্কুল ও কলেজের ৭ একর জায়গা থেকে অবৈধভাবে ৩ দশমিক ৩ একর জমি নাম মাত্র মূল্যে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে রেজিস্ট্রি করা হয়। সরকার ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি স্থানান্তর করা অবৈধ। তিনি বলেন, নীতিমালা অনুযায়ী প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ব্যাংকে ৫ কোটি টাকা ফিক্সড ডিপোজিট রাখতে হয়। কিন্তু ফাউন্ডেশন এই টাকা ভিকারুন নিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ফান্ড থেকে তুলে নিয়ে জমা দিয়েছে। যা সম্পূর্ণ আইনবিরোধী। ফিক্স ডিপোজিটের এই টাকা তুলে নিয়ে এখন প্রিমিয়ার ব্যাংকের একটি প্রাইভেট একাউন্টে রাখা হয়েছে। সাধারণত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টাকা স্থানান্তর করতে হলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা শিক্ষা অধিদফতরের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু এক্ষেত্রে অনুমতি নেয়া হয়নি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ফাউন্ডেশনের পাঁচজন সদস্য পদত্যাগ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় ফাউন্ডেশনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে। বর্তমানে ভিকারুন নিসা স্কুল ও কলেজের ম্যানেজিং কমিটি তাদের জমি ফেরত চেয়েছে। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়টি বিলুপ্ত অবস্থায় আছে এবং এর কোন আইনগত অস্তিত্ব নেই। তিনি জানান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বিষয়টি তদন্ত করেছে। তদন্ত রিপোর্ট বুধবার জমা দেয়া হয়েছে। এতেও অনিয়মের কথা তুলে ধরা হয়েছে। তদন্ত রিপোর্টের সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিএনপি সরকার কোন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা নারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করেনি। বরং বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে যে অনিয়ম ও বেআইনি কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তার কারণেই আপনা আপনি তা বিলুপ্ত হতে বসেছে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার নারী শিক্ষার পথ রুদ্ধ নয়, সম্প্রসারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছে।